রিপোর্টযোগ্য নয়

ভারতের সুপ্রিম কোর্টেফৌজদারী আপিলের এখতিয়ার

২০২২ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর

২০২২ সালের এসএলপি (সিআরএল) ৫৮৬৬ থেকে উত্থান

উষা চক্রবর্তী ও অনান্য ..... আপিলকারী (গণ)

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য ..... প্রতিবাদীগণ

রায়

সি. টি. রবিকুমার, জে.

অনুমতি প্রদান করা হল।

১. কলিকাতা হাইকোর্টের সি আর আর নং ২৬১৫/২০১৭-তে ১৭ই মে, ২০২২ তারিখের চূড়ান্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে এই আবেদন জানানো হয়েছে। আমরা দুই পক্ষের কৌসুলির বক্তব্য শুনেছি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৮৪, ৪০৬, ৪২৩, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪২০ এবং ১২০বি ধারার আওতায় মধ্যমগ্রাম থানায় বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে তাঁদের এবং আরও দু'জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর বাতিল করার জন্য ১৯৭৩-এর ফৌজদারি কার্যবিধি (সিআরপিসি)-র ৪৮২ ধারার আওতায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আবেদনকারীরা। হাইকোর্ট ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪৮২ নম্বর ধারার আওতায় মামলা ডায়েরি এবং তাতে যে সমস্ত তথ্য রয়েছে, প্রাথমিক ভাবে তা খতিয়ে দেখার অধিকার দিতে অস্বীকার করে। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে এফআইআর-এর নথিভুক্তিকরণের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয় এবং উক্ত আবেদনটি বরখাস্ত (ডিসমিস) করা হয়

২. উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারায় মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতিবাদী সহ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং বিবাদীর দাখিল করা একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত অপরাধটি নথিভুক্ত করা হয় এবং এরপর তদন্ত শুরু হয়।

আবেদনকারীরা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার আওতায় তদন্তের জন্য আবেদনপত্র পেশ করা, এফআইআর-এর নথিভুক্তিকরণ এবং তদনুযায়ী যে তদন্ত চলছে, তার বিরুদ্ধেই আপিল করেন।(খ) বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন করে বিবাদী ব্যক্ত করেন যে এখানে মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করা আবেদনে কোন আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়নি, অভিযোগের অভিযোগগুলি দুর্নীতির দ্বারা পরিচালিত, যে অভিযোগগুলি প্রকাশিত হবে, সেগুলি পক্ষগুলির মধ্যে শুধুমাত্র দেওয়ানী বিরোধের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রকৃতপক্ষে বিবাদী দেওয়ানী প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন, এবং যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি মামলায় অন্তর্বর্তী আবেদনগুলিতে অনুকূল আদেশ পেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।এবং এর হতাশায়, নিপীড়ন ও হয়রানির একটি হাতিয়ার হিসাবে তিনি আবেদনটি পেশ করেছিলেন যা এফআইআর নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল, তবে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি প্রকাশ না করে যে বিষয়টির বিষয়ে তাঁর দ্বারা দায়ের করা মামলা, যেমন

টাইটেল স্যুট নং 363/2015-তে ঘোষণা করার জন্য প্রার্থনা রয়েছে যে তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের সচিব। এছাড়াও বারাসাতের ফার্স্ট কোর্ট সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন)-এর কাছে বিবাদী নং ১ এবং ২-এর উপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যেমন, এখানে প্রতিবাদী এবং তাদের লোক, এজেন্ট এবং সহযোগীরা বেআইনিভাবে কোনও নথি সংগ্রহ এবং/অথবা তৈরি করতে পারবেন না এবং/অথবা ম্যানেজিং কমিটির সচিব হিসাবে তাকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারবেন না। এতে আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এখানে বিবাদী আরও কিছু দিক যেমন, এফআইআর নথিভুক্ত হওয়ার অনেক আগে তাকে সচিব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমে তিনি শ্রম কমিশনারের কার্যালয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে সচিবের পদ এবং অপসারণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।এই আদেশে প্রকাশ করা হয়েছে যে, সিদ্ধান্ত তৈরি করইআর ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত ৪৮২ এক্তিয়ার দন্ডবিধির আওতায় তদন্তের স্বার্থে মামলাটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এর ফলে, আবেদনকারীদের উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক দাবিগুলি হাইকোর্ট বিবেচনা করেনি। তাই, যে প্রশ্নটি অপরিহার্যভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে তা হল, ৪৮২ ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় বিবাদীর দাখিল করা আবেদনপত্র, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার আওতায় তদন্তের জন্য প্রতিবাদীকে অভিযুক্ত করে দাখিল করা ২০১৭'র ০৫-০৪-২০১৭ তারিখের আদেশটি বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হাইকোর্ট অস্বীকৃতি জানানোর ক্ষেত্রে এবং পরিস্থিতি বিচার করে এবং ৪৮২, ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে মামলার প্রকৃত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে।

৩. এক্তিয়ার দণ্ডবিধির ৪৮২ নম্বর ধারার বিচার বিভাগীয় আওতায় বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না এবং এটি খুব যত্ন, সতর্কতা, এবং সামান্যভাবে'। বুদ্ধি বলে, উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ শুধুমাত্র বিচারের লক্ষ্য সতীর করা এবং সেই যায়গায় যেখানে উক্ত ক্ষমতা র প্রত্যাখান আইনি প্রক্রিয়া র অপব্যবহার না হয়' ।৪৮২ ধারার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার আগে বারাসাতের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শ্রী শঙ্কর বিশ্বাস, শ্রী দেবাশিস রায় এবং এখানে প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে তদন্ত চালানোর নির্দেশ চেয়ে দায়ের করা মামলা নং ৫৩৮/২০১৭ উল্লেখ করা সমীচীন। এই আপিলে প্রতিবাদী এবং প্রতিবাদীগন দ্বারা উত্থাপিত যুক্তি এবং অভিযোগের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, এখানে প্রতিবাদী দ্বারা দাখিল করা উক্ত আবেদনের অনুবাদকৃত অনুবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করা যথাযথঃ

অনুবাদিত কপি

সি/2687/17

এস. ডি/- জয়ন্ত ব্যানার্জী

দাখিল করা হয়েছেঃ

এসডি/- অপাঠ্য

জেলা উত্তর ২৪ পরগনাবারাসাতের মো. অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

মামলা নং ৫৩৮/২০১৭ শ্রী জয়ন্ত ব্যানার্জি, শ্রী নৃপেন্দ্র কুমার ব্যানার্জির পুত্র, ৯৩ নং বসুনগর, পোঃ এবং পি. এস. মধ্যমগ্রাম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৯..... অভিযোগকারী/আবেদনকারী

বনাম

১) প্রয়াত বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের পুত্র শ্রী শঙ্কর বিশ্বাস,২) প্রয়াত ক্ষিতিরঞ্জন রায়ের পুত্র শ্রী দেবাশিস রায়,(৩) শ্রীমতী উষা চক্রবর্তী, প্রয়াত মাখনলাল চক্রবর্তীর স্ত্রী ৪) শ্রীমতী অশোক চক্রবর্তী, প্রয়াত মাখনলাল চক্রবর্তীর

কন্যা সকলেই উত্তর ২৪ পরগনার পি থ্রি ৬২, বসুনগর, পি ও এবং পি এস মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা ৭০০-১২৯ অভিযুক্ত ব্যক্তি।

১১. এবং ১৭ ইউ/এস ৩২৩/৩৮৪/৪০৬/৪২৩/৪৬৭/৪৬৮/৪২০/১২০বি আই. পি. সি.

এসডি/- অপাঠ্য

১১. ৪. ১৭

এস. ডি/- জয়ন্ত ব্যানার্জী

এবং

রেফারেন্স-মধ্যমগ্রাম পি. এস. জি. ডি. ই. নং, ১৪৫৯/১৭ তারিখ ২২. ০৩. ২০১৭ এবং ২৭. ০৩. ২০১৭ তারিখে উত্তর ২৪-পরগনার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে উপরোক্ত ধারার অধীনে আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে।

এবং

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩/৩৮৪/৪০৬/৪২৩/৪৬৭/৪৬৮/৪২০/১২০বি ধারা

এবং

ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারা

আবেদনকারী জানিয়েছেন -

১) আবেদনকারী একজন উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় নাগরিক এবং তিনি স্থায়ীভাবে উপরোক্ত ঠিকানায় বসবাস করেন।

২) আবেদনকারী বসুন্ধরা মেমোরিয়াল ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি, যার ঠিকানা হল ২৭১, বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা ৭০০১২৯। এই ট্রাস্টের অধীনে 'রোড ব্যাঙ্ক এডুকেশন' নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। আবেদনকারী উক্ত বিদ্যালয়ের সচিব এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিচালন কমিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ করে চলেছেন।

এস. ডি/- জয়ন্ত ব্যানার্জী

২) অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির বিভিন্ন পদে রয়েছেন। অভিযুক্ত নং ৩ উক্ত ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন এবং অভিযুক্ত নং ৪ উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। যাই হোক, দুর্ভাগ্যবশত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা

অত্যন্ত হিংস্র এবং ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারীকে অন্ধকারে রেখে এবং কোনও তথ্য না দিয়ে অবৈধভাবে ট্রাস্ট ডিডকে শক্তিশালী করে ১২. ০৭. ২০১৬ তারিখে অবৈধভাবে সেই ট্রাস্ট ডিডটি নিবন্ধিত করে এবং অভিযোগকারীকে এই পদ থেকে অবৈধভাবে সরিয়ে দেয় (এই ট্রাস্ট ডিডের দুটি কপির জিরক্স এখানে সংযুক্ত রয়েছে)। অভিযোগকারীরা সেই ঘটনার প্রক্রিয়া শুরু করলে, উক্ত ব্যাক্তি অভিযোগকারী কে কটুক্তি করেন এবং তাকে মারেন এবং অভিযুক্ত -১ ও ২ বলেন যে যদি অভিযোগকারী পূর্ব পদক্ষেপ নেন তাহলে তাকে মেরে ফেলবেন।

৩) অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারীকে বলপূর্বক স্কুল থেকে বাইরে রাখে এবং তার সমস্ত জরুরী কাগজ ও নথি আটকে রাখে। উক্ত অভিযুক্তগণ, অভিযোগকারির এল আই সি পলিসি (৪২৫৬৭০১৬১ নম্বর শুনানী) ব্যাঙ্কের পাসবুক যেমন (অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের মধ্যমগ্রাম শাখা, ৫৪৭০১০১০০০৫৩১৮১, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স, মধ্যমগ্রাম শাখা এ/সি নম্বর ৫৪৭০১০০৫৩১৮১) নিজেদের কাছে রেখেছে।০৭৫১২০১০০১৭২৬০, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মধ্যমগ্রাম শাখা এ/সি/নং ৫৪৭০০০২০১০০০৯৪৮৬ এবং এ/সি নং ৫৭০০০২০১০০০১১১৩১-এ তাঁদের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এস. ডি/- জয়ন্ত ব্যানার্জী

আবেদনকারী বারবার এই নথি ফেরৎ দেওয়ার অনুরোধ জানালেও তারা তাতে কর্ণপাত করেননি। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত টাটা সুমো গাড়িটি যার নং ডব্লিউ বি ২৬ সি ১৬৬৬, জোর করে আটকে রেখেছেন।

৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগকারীকে প্রদেয় ভবিষ্যনিধি তহবিলের পরিমাণ এবং এই সংক্রান্ত নথিপত্র টিটাগড়ের ইপিএস কার্যালয় থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর ১০০৬৯৭৯৬৫১১৮-র মাধ্যমে তদন্ত করে জানতে পেরেছেন যে, অভিযোগকারীর জমা করা অর্থের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগকারীর ই এস আই, অর্থাৎ E.A.I.C (কোড নং 40000384070001303) সংক্রান্ত সমস্ত নথি জাল করেছেন এবং পুরো অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এখন অভিযোগকারী জানতে পেরেছেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা স্কুল এবং ট্রাস্ট সম্পর্কিত নথিটি ইচ্ছাকৃতভাবে চিরকাল ব্যবহার করার জন্য নকল করেছেন এবং ভুয়ো প্র্যাকটিস করেছেন। আবেদনকারী মনে করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এতে ষড়যন্ত্র করেছেন।

৪) অভিযুক্ত ১ নম্বর ব্যক্তি অত্যন্ত হিংস্র এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সুরক্ষার অধীনে রয়েছেন এবং তিনি একজন সমাজবিরোধী ব্যক্তি। তিনি যে কোনও কারণে অভিযোগকারীকে হয়রানি করতে চান। যদিও অভিযোগকারী মধ্যমগ্রাম পুলিশ স্টেশনে বারবার সব জানিয়েছে। পুলিশ থানা কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত কোনও স্ট্রিপ নেয়নি।

৬) আবেদনকারী কোর্টের কাছে উক্ত ঘটনার তদন্ত করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।

সুতরাং, আবেদনকারী এই আদালতের কাছে প্রার্থনা করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ইউ/এস ৩২৩/৩৮৪/৪০৬/৪২৩/৪৬৭/৪৬৮/৪২০/১২০বি ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় শাস্তি প্রদান করা হোক এবং এই আবেদনটি সিআইডি উত্তর ২৪ পরগনার (বারাসাত কে. বি. বসু রোড, কোলকাতা ৭০০ ১২৪) সিআরপিসি-র ইউ/এস ১৫৬ (৩) এ পাঠিয়ে এবং উক্ত ঘটনাটির একটি এফআইআর হিসাবে উপযুক্ত করে তদন্ত করা হোক এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক।

শেষ তারিখ ৫. ৪. ২০১৭

এস. ডি/- জয়ন্ত ব্যানার্জী

হলফনামা

আমি শ্রী জয়ন্ত ব্যানার্জী, বয়স ৪৮ বছর, কলকাতার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ৯০ নং বসুনগরের বাসিন্দা শ্রী নৃপেন্দ্র কুমার ব্যানার্জীর পুত্র, পি. এস. মাধয়গ্রাম, জাতীয়তা ভারত, ধর্ম হিন্দু, ঘোষণা করছি যেঃ

১) আমি এই আবেদনপত্রে আবেদনকারী।

২) আমি এই ঘটনাটিকে এর আগে কোন আদালতে উপস্থাপন করিনি।

আমি যখন মধ্যমগ্রাম পুলিশ স্টেশনে এই ঘটনার কথা জানিয়েছিলাম, তখন তারা আমাকে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল।

উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য। আমি এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করি এই জানিয়া যে এই আবেদন টি আমার কথামত লেখা হয়েছে এটা বুঝে যখন এটা আমায় পড়ে শোনান হোলো।

এস ডি/জয়ন্ত ব্যানার্জির স্বাক্ষর।

(ক) আইডেন্টিফায়ার এস ডি/ইলিজিবল অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর.

(এনডোর্সমেন্ট) এস ডি/- বাংলায় হলফনামা সহ একটি আবেদনের ইংরেজি অনুবাদ হিসাবে সার্টিফাইড।

এসডি /

১৯/০৫/২২

এস আর ইসলাম

অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র ইন্টারপ্রিটিং অফিসার

ও এস হাইকোর্ট, কলিকাতা।

প্রকৃত অনুলিপি

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪. সি. আর. পি. সি.-র ১৫৬ (৩) ধারার আওতায় আবেদনের প্রসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলির উল্লেখ করার আগে, আমরা মনে করি ফৌজদারি বিধি ৪৮২-র আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ সম্পর্কে এই আদালতের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা কেবল উপযুক্ত।

৫.১ **পরমজিৎ বাত্রা বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য ও অন্যান্য** মামলায় এই আদালত বলেছেঃ

> ১২. হাইকোর্টের কোডের ৪৮২ ধারার আওতায় তার এক্তিয়ারের প্রয়োগের সময় সতর্ক থাকতে হবে। এই ক্ষমতাটি কোনও আদালত বা ১ (২০১৩) ১১ এসসিসি ৬৭৩ এর প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্বল্প পরিমাণে এবং কেবল ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করতে হবে।
>
> একটি অভিযোগ ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে কিনা তা নির্ভর করে তার অভিযোগের প্রকৃতির উপর। ফৌজদারি অপরাধের অপরিহার্য উপাদানগুলি উপস্থিত রয়েছে কিনা তা হাইকোর্ট বিচার করবে। দেওয়ানি লেনদেন প্রকাশের একটি অভিযোগও ফৌজদারি টেক্সচার থাকতে পারে। তবে হাইকোর্টকে অবশ্যই দেখতে হবে যে দেওয়ানি প্রকৃতির কোনও বিরোধকে ফৌজদারি অপরাধের

আবরণ দেওয়া হয়েছে কিনা। এই পরিস্থিতিতে যদি কোনও দেওয়ানি প্রতিকার পাওয়া যায় এবং প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে তা গ্রহণ করা হয় তবে আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করতে হাইকোর্টের ফৌজদারি মামলাগুলি বাতিল করতে দ্বিধা করা উচিত নয়।

৫. ৫. ২ **ভেসা হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যরা**.

১৩. এটা সত্য যে, নির্দিষ্ট কিছু তথ্য দেওয়ানি ভুলকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে এবং শুধুমাত্র এই কারণে যে, অভিযোগকারীর কাছে একটি দেওয়ানি প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে, যা নিজেই কোনও ফৌজদারি প্রক্রিয়া বাতিল করার একটি ভিত্তি হতে পারে না। অভিযোগের অভিযোগগুলি প্রতারণার ফৌজদারি অপরাধকে প্রকাশ করে কি না, সেটাই আসল পরীক্ষা।

২ (২০১৫) ৮ এসসিসি ২৯৩-র বর্তমান মামলায় এমন কিছু দেখানো হয়নি যে, গোড়ার দিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে প্রতারণা করার কোনও অভিপ্রায় ছিল যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য একটি পূর্বশর্ত।আমাদের দৃষ্টিতে অভিযোগটি কোনও ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে না। আদালত প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রমাণিত হলে ফৌজদারি কার্যধারাকে উৎসাহিত করা উচিত নয়।উচ্চ আদালতগুলিকেও এই ক্ষমতা প্রয়োগের সময় ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের মতে, এই তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালত প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এবং হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে একটি ভুল করেছে।

৫. ৫. ৩ **কপিল আগরওয়াল এবং ওরস বনাম সঞ্জয় শর্মা** এবং ওরস মামলায় এই আদালত বলে যে, ৪৮২ ধারা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ফৌজদারি কার্যধারা হয়রানির হাতিয়ার হয়ে উঠতে না পারে।

৫. ৫. ৪ **হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল** মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ পূর্বের সিদ্ধান্তগুলির পাশাপাশি বিধিবদ্ধ বিধানগুলি বিবেচনা করে নিম্নলিখিত রায় দিয়েছেঃ -

(১) যেক্ষেত্রে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে বা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগগুলি গ্রহণ করা হয় এবং সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে তা প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) এফআইআর-এর সঙ্গে যুক্ত প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে অভিযোগ এবং অন্যান্য উপকরণ যদি কোনভাবে আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ না করে, তা হলে কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়া কোডের ১৫৬ (১) ধারার আওতায় পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারা তদন্তের যৌক্তিকতা।

(৩) যেক্ষেত্রে এফ আই আর বা অভিযোগের ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত সাক্ষ্য কোন অপরাধ সংঘটনের ঘটনা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(৪) যদি এফআইআর-এ অভিযোগগুলি আমলযোগ্য অপরাধ না হয়ে কেবল অ-আমলযোগ্য অপরাধ হয়, তা হলে কোডের ১৫৫ (২) ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়া কোনও পুলিশ আধিকারিক তদন্তের অনুমতি দেবেন না।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগের অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও কেবল ৪ এআইআর ১৯৯২ এসসি ৬০৪ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

(৬) যেক্ষেত্রে কোডের বা সংশ্লিষ্ট আইনের যে কোন বিধানে (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা সংস্থিত করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আইনী বাধা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান এবং কার্যধারা অব্যাহত রাখা এবং/অথবা

যেক্ষেত্রে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করা হবে।

(৭) যেক্ষেত্রে কোন ফৌজদারি কার্যধারায় অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এবং/অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে মামলা দায়ের করা হয়।

৫. ৫. ৫ **নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য** ৫ মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ আইনের নিম্নলিখিত নীতিগুলি নির্ধারণ করেছেঃ

৫৭। এই আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে, খাজা নাজির আহমেদের ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত থেকে আইনের নিম্নলিখিত নীতিগুলি বেরিয়ে এসেছেঃ

১) ফৌজদারি কার্যবিধির চতুর্দশ অধ্যায়ে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির আওতায় পুলিশের অপরাধের তদন্ত করার বিধিবদ্ধ অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে।

২) আদালত আমলযোগ্য অপরাধের তদন্তে বাধা দেবে না।

৩) তবে, যেসব ক্ষেত্রে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে কোনো অপরাধ বা অপরাধ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা না হয়, সেক্ষেত্রে আদালত তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে না।

৪) 'বিরল থেকে বিরলতম' ক্ষেত্রে, সতর্কতার সঙ্গে বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।(ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার আওতায় বাতিল করার আবেদনের বিরল থেকে বিরলতম মামলাটিকে মৃত্যুদণ্ডের প্রেক্ষিতে যে নিয়ম তৈরি করা হয়েছে, তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

৫) কোনও এফআইআর/অভিযোগ খতিয়ে দেখার সময় আদালত এফআইআর/অভিযোগের সত্যতা বা অন্য কোনও অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে তদন্ত শুরু করতে পারে না।

৬) প্রাথমিক পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যপ্রণালী নষ্ট করা উচিত নয়।

৭) অভিযোগ/এফআইআর বাতিল করা একটি ব্যতিক্রমী এবং সাধারণ নিয়মের তুলনায় বিরল হওয়া উচিত।

৮) রাজ্যের দুটি অঙ্গ দুটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করে বলে সাধারণভাবে আদালতগুলিকে পুলিশের এক্তিয়ার দখল করতে বাধা দেওয়া হয়। তবে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ নম্বর ধারা অনুযায়ী আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা বা উপরোক্ত প্রক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য স্বীকৃত।

৯) বিচার বিভাগ এবং পুলিশের কাজকর্ম একে অপরের পরিপূরক, একে অপরের পরিপূরক নয়।

১০) ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে হস্তক্ষেপ না করার ফলে ন্যায়বিচারের হত্যা হতে পারে, আদালত এবং বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ায় অপরাধের তদন্তের পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

১১) আদালতের অভূতপূর্ব ও অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি আদালতকে তার ইচ্ছা বা ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার জন্য স্বেচ্ছাচারী এক্তিয়ার প্রদান করে না।

১২) প্রথম তথ্য প্রতিবেদনটি কোনও বিশ্বকোষ নয় যেখানে অপরাধের বিষয়ে সমস্ত তথ্য এবং বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। সুতরাং, যখন পুলিশের তদন্ত চলছে, তখন আদালতের এফআইআর-এর অভিযোগের গুণাবলী সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া উচিত নয়। পুলিশকে তদন্ত সম্পূর্ণ করার অনুমতি

দেওয়া উচিত। অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে উপসংহার ঘোষণা করা উচিত যে অভিযোগ/এফআইআর তদন্তের যোগ্য নয় বা এটি আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।তদন্ত চলাকালীন বা তদন্তের পরে তদন্তকারী আধিকারিক যদি দেখেন যে অভিযোগকারীর আবেদনে কোনও সারবত্তা নেই, এবং হলে তদন্তকারী আধিকারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যথাযথ রিপোর্ট/সারসংক্ষেপ পেশ করতে পারেন, যা জানা পদ্ধতি অনুসারে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিবেচনা করতে পারেন।

১৩) ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৮২-র আওতা ও ক্ষমতা অনেক বিস্তৃত, কিন্তু ব্যাপক ক্ষমতা প্রদানের জন্য আদালতকে সতর্ক থাকতে হবে।

১৪) তবে, একই সঙ্গে আদালত যদি উপযুক্ত মনে করে, তা হলে আর পি কাপুর (সুপ্রা) এবং ভজন লাল (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ডগুলি, বিশেষ করে আইনের দ্বারা আরোপিত আত্ম-সংযমের মানদণ্ডগুলি বিবেচনা করে, এফআইআর/অভিযোগ বাতিল করার এক্তিয়ার রয়েছে। আদালত যখন ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ নম্বর ধারার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন এফআইআর-এ যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে, তা কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হবে।অভিযোগগুলি আমলযোগ্য অপরাধ কিনা তা বিবেচনার প্রয়োজন নেই এবং আদালত তদন্তকারী সংস্থা/পুলিশকে এফআইআর-এ অভিযোগগুলি তদন্তের অনুমতি দেবে।

৬. আমরা এখন, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে তদন্তের জন্য প্রতিবাদীর দায়ের করা আবেদনটি সতর্কতার সাথে স্ক্যান করব এবং বিবেচনা করব যে আপীলকারী এই যুক্তি গ্রহণ করার জন্য ন্যায়সঙ্গত যে এর অধীনে উত্থাপিত অভিযোগের মধ্যে কথিত অপরাধ গঠনের উপাদান নেই বা প্রতিবাদী তদন্তের জন্য প্রাথমিক মামলা করেছেন কিনা।এই প্রসঙ্গে এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিবাদী প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৮৪, ৪০৬, ৪২৩, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪২০ এবং ১২০বি ধারার আওতায় অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ এনেছেন।

৬. ১ অভিযুক্ত অপরাধের অভিযোগ আনার জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তা/উপাদানগুলি নিম্নরূপঃ

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ ।

(১) অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা আঘাত. (২) তিনি স্বেচ্ছায় এই ধরনের আঘাত করেছেন. (৩) এই ধরনের মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৪ ধারার আওতাভুক্ত হবে না।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪ ধারা অনুযায়ী চাঁদাবাজির দণ্ডনীয় অপরাধ।

(১) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে তার নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতির আশঙ্কায় রাখা. (খ) অসৎ উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত প্রদান করা.

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার আওতায় আস্থাভঙ্গের দণ্ডনীয় অপরাধ।

(১) অবৈধভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর বা নিজের ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, অথবা অবৈধভাবে সম্পত্তি ব্যবহার বা হস্তান্তর করা, যে ব্যক্তি ট্রাস্টের দায়মুক্তির পদ্ধতি বা কোন আইনি চুক্তি, স্পষ্ট বা পরোক্ষ, যা তিনি করেছেন, সেই ট্রাস্টের দায়মুক্তি সম্পর্কে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে তা করার জন্য প্ররোচিত করেছেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২৩ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২৩ নম্বর ধারার আওতায় অপরাধ গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলি হ'ল – স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত দলিল বা দলিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিবেচনা বা সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত মিথ্যা বিবৃতি রয়েছে।অর্থাৎ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২৩ নম্বর ধারাটি দ্বৈত সুনির্দিষ্ট জালিয়াতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৭ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৬ ধারার আওতায় অপরাধটি আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এই ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হ 'ল-(১) জালিয়াতির কাজ, (২) এই জাতীয় জালিয়াতি অবশ্যই (ক) একটি মূল্যবান সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত কোনও নথির সাথে সম্পর্কিত হতে হবে, বা (খ) একটি উইল এবং (গ) কোনও পুত্রকে দত্তক নেওয়ার কর্তৃপক্ষ।বা (ঘ) যে কোন ব্যক্তিকে মূল্যবান সিকিউরিটি তৈরি বা হস্তান্তর করার ক্ষমতা প্রদান করে বা (ঙ) তার নীতি, সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করে বা (চ) কোন অর্থ, স্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান সিকিউরিটি গ্রহণ বা হস্তান্তর করে, অথবা (ছ) কোন স্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান সিকিউরিটি প্রদান বা হস্তান্তর করার ক্ষমতা প্রদান করে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

(ক) জালিয়াতির জন্য কমিশন, (খ) জালিয়াতির উদ্দেশ্যে জাল করা দলিল বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড প্রতারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে.

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

এই অপরাধ গঠনের জন্য অবশ্যই প্রতারণা থাকতে হবে, অর্থাৎ অভিযুক্ত অবশ্যই কাউকে প্রতারণা করেছে যে এই প্রতারণার মাধ্যমে অভিযুক্তকে অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে (১) কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য প্ররোচিত করতে হবে বা (২) কোনও মূল্যবান সুরক্ষা বা এমন কিছু যা স্বাক্ষরিত বা সীলমোহর করা হয়েছে এবং যা মূল্যবান সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম, বা (৩) অভিযুক্ত অবশ্যই এমন কোনও অসাধু কাজ করেছে।চুক্তিটি হতে হবে বেআইনী কিছু করার জন্য অথবা অবৈধ নয় এমন কিছু করার জন্য, তবে শর্ত থাকে যে, যদি চুক্তিটি অপরাধ করার জন্য একটি ছাড়া অন্য কিছু হয়, তবে প্রসিকিউশনকে অবশ্যই তা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে বা (৪) চুক্তির পাশাপাশি আরও কিছু কাজ এই চুক্তির অনুসরণে বা তার বেশি পক্ষের দ্বারা করা হয়েছিল।

৭. এখন প্রশ্ন হল, উপরোক্ত আবেদনে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা কি অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য যথেষ্ট।

৮. আমরা ইতিমধ্যেই প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রত্যর্থী কর্তৃক দাখিল করা উক্ত আবেদনটি তার অধিকারে গ্রহণ করেছি। প্রারম্ভে, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে আবেদনের সাথে দেওয়া হলফনামায়, প্রত্যর্থী বলেছেনঃ-আমি এই ঘটনাটি এর আগে কোনও আদালতে উপস্থাপন করিনি।আবেদনে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে তিনি বসুনগর মধ্যগ্রামের বাগলা সুন্দরী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টি এবং উক্ত ট্রাস্টের অধীনে রোজ ব্যাঙ্ক এডুকেয়ার নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে এবং তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের সচিব।আবেদনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিবাদী ব্যক্তিরা তাঁকে অন্ধকারে রেখেছিলেন এবং কোনও তথ্য না দিয়ে ১২. ০৭. ২০১৬ তারিখে ট্রাস্ট ডিডটিকে অবৈধভাবে নথিভুক্ত করে তাঁকে অপসারণ করেছিলেন।এই প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত হলফনামায় উল্লিখিত বিবৃতিটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিবাদীদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ২০১৫-র ৩৬৩ নম্বর মামলা দায়ের করে, যাতে তিনি বিদ্যালয়ের সচিব বলে ঘোষণা করেন এবং এই মামলাটি এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

বারাসাতের জুনিয়র ডিভিশনের প্রথম দেওয়ানি আদালতের বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদী মামলা দায়ের এবং হয়েছিল। এছাড়া, আবেদনে যা বলা হয়েছে তা হল, তিনি ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত স্কুলের সচিব।

৯. দেওয়ানি মামলায় দায়েরকৃত উকিল সম্পর্কিত নথিপত্র এবং জানা যাবে যে, প্রতিবাদীবাদীকে ট্রাস্টের সদস্যপদ এবং বহিষ্কার করা হয়েছিল।এই দেওয়ানি মামলায় অন্তর্বর্তী আবেদনগুলিতে বিরূপ আদেশ প্রদানের বিষয়টি এবং দেওয়ানি আদালতের প্রাথমিক সিদ্ধান্তে যে প্রতিবাদীবাদীকে সচিব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ট্রাস্টি পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটিও বিতর্কিত নয়। তাহলে প্রশ্ন হল, কেন উত্তরদাতা সেই প্রাসঙ্গিক দিকগুলি লুকিয়ে রাখবেন?